দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 20 FEB 2008
পৃষ্ঠা ১৮ কলাম ৫

প্রশ্নপত্র ফাঁসের সঙ্গে জড়িত শিক্ষকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়নি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ

॥ রাজিয়া স্মৃতি ॥

প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনার সঙ্গে জড়িত তিন শিক্ষকের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেয়নি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। এখনো তারা বহাল তবিয়তে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করছেন। এ নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনে চাপা ক্ষোভ (১৫শ পৃঃ ২-এর কঃ দ্রঃ)

প্রশ্নপত্র ফাসের সঙ্গে

(১৬শ পৃঃ পর)

বিরাজ করছে। এমনকি গত ১৪ ফেব্রুয়ারি বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেট বৈঠকে এ বিষয়টি উত্থাপিত হয়নি। এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত ভিসি অধ্যাপক সৈয়দ রাশিদুল হাসান বলেন, ১৪ ফেব্রুয়ারির বৈঠকে সিন্ডিকেট সদস্যরা সবাই উপস্থিত না থাকায় এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়নি। তিনি বলেন, যেহেতু বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তাই আগামী ২২ ফেব্রুয়ারি পুনরায় এ বিষয়ে বৈঠকের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে।

সম্প্রতি ব্যবসায় গণিত বিভাগের অনার্স পার্ট-২ কোর্সের প্রশ্ন ফাঁসের জন্য পরীক্ষা কমিটির তিন শিক্ষককে দায়ী করেছে ওই ঘটনা তদন্তে গঠিত কমিটি। কমিটি গত ২৪শে জানুয়ারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত ভিসি অধ্যাপক সৈয়দ রাশিদুল হাসানের কাছে তদন্ত রিপোর্ট জমা দেয়। রিপোর্টে বলা হয়, প্রশ্নপত্র ফাঁসের জন্য দায়ী শিক্ষকদের মধ্যে দু'জন ছিলেন পরীক্ষা কমিটিতে। অপর এক জন ছিলেন প্রশ্ন প্রণয়নের দায়িত্বে। পরীক্ষা কমিটির দু'জন হলেন, ঢাকা কমার্স কলেজের সহযোগী অধ্যাপক জাহিদ হোসেন শিকদার এবং তেজগাঁও কলেজের সহযোগী অধ্যাপক মাহবুবুর রহমান। এছাড়া প্রশ্নপত্র প্রণেতা ঢাকা কমার্স কলেজের গণিত ও কম্পিউটার বিজ্ঞান বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মীরাজ আলীকে দায়ী করা হয়েছে রিপোর্টে।

এছাড়া পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক অফিস এবং মডারেশন শাখার দুর্বলতাকেও প্রশ্নপত্র ফাঁসের জন্য দায়ী করা হয়েছে। অনার্স পার্ট-২ কোর্সের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের দায়িত্বে ছিলেন উপ-পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক মেজবাহ্ উদ্দিন, (প্রধান) সহকারী পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক তাহিদ জামিল শিপু, রফিকুল আকবর এবং জয়ন্ত কুমার ভট্টাচার্য। প্রশ্নপত্র মডারেশনের দায়িত্বে ছিলেন ডেপুটি পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক সৈয়দা সায়েরা সুলতানা এবং মেজবাহ উদ্দিন। অথচ ওই কোর্সের প্রশ্নপত্র ফাঁসের দায়ে প্রধান পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক মোহাম্মদ ইব্রাহীমকে গত ৩রা জানুয়ারি সাময়িকভাবে বহিষ্কার করা হয়।

সূত্র জানিয়েছে, মিরপুরের একটি কোচিং সেন্টার থেকে প্রথম প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়।

এর আগে ১১ই নভেম্বর অনুষ্ঠেয় ইংরেজি বিভাগের অনার্স পার্ট-২ কোর্সের পরীক্ষার আগের দিনই ঢাকা কলেজ থেকে প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়। ওই পরীক্ষা কমিটির সদস্য ও পরীক্ষার প্রশ্নপত্র প্রণেতা ছিলেন ঢাকা কলেজের ইংরেজি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ফরিদা খান। ঐ পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁসের ব্যাপারে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের গঠন করা তদন্ত কমিটির দেয়া প্রাথমিক প্রতিবেদনে সন্দেহভাজন হিসেবে চারজনের নাম উল্লেখ করা হয়। তদন্ত কমিটির আহ্বায়ক ছিলেন জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালক (কারিকুলাম ও উন্নয়ন) ড. এসএম আবু রায়হান, সদস্যরা হলেন- সহকারী পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক বদরুজ্জামান ও অধ্যাপক ড. মনজুরে এলাহী। কমিটি ইতিমধ্যে চূড়ান্ত রিপোর্ট পেশ করেছে। রিপোর্টে প্রাথমিকভাবে পাঁচজনকে সন্দেহভাজন হিসেবে অভিযুক্ত করা হয়। এদের মধ্যে দু'জন প্রশ্নপত্র প্রণেতাসহ পরীক্ষা কমিটির চারজন সদস্য রয়েছেন।

প্রকাশিত সংবাদের প্রতিবাদ ও প্রতিবেদকের বক্তব্য

গত মঙ্গলবার দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকায় প্রকাশিত 'জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্নপত্র আবার ফাঁস নতুন প্রশ্নে আজ গণিত পরীক্ষা' শীর্ষক সংবাদের প্রতিবাদে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংযোগ ও প্রকাশন দফতরের পরিচালক এনামুল করিম স্বাক্ষরিত একটি প্রতিবাদলিপি পাঠানো হয়েছে। প্রতিবাদে রিপোর্টের সকল তথ্যসমূহ সম্পূর্ণ মিথ্যা ও ভিত্তিহীন বলে উল্লেখ করা হলেও সুনির্দিষ্টভাবে রিপোর্টের কোন্ অংশ ভিত্তিহীন তা উল্লেখ করা হয়নি।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সূত্র জানায়, বিশ্ববিদ্যালয় আইন অনুযায়ী প্রশ্নপত্র ছাপানোর পরে কোন ভুলত্রুটি থাকলে তা ভিসি বা অন্য কারো জানার কথা না। কারণ প্রশ্নপত্র ট্রেজারিতে যাওয়ার পর তা দেখার কোন সুযোগ থাকে না; কিন্তু গতকাল মঙ্গলবার ১৯ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিতব্য তৃতীয় বর্ষ অনার্স গণিত বিষয়ের পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ভুল বা ছাপার ত্রুটি কিভাবে ১৬ ফেব্রুয়ারির আগেই কর্তৃপক্ষ জানলেন তা প্রতিবাদের কোথাও উল্লেখ করা হয়নি। নিয়ম অনুসারে প্রশ্নপত্রে কোন ভুল থাকলে তা দেখবে কেবল মডারেশন কমিটি; কিন্তু বিকল্প বা নতুন প্রশ্ন কি কারণে প্রণয়ন করা হলো কিংবা সংশোধন করা হলো তার কোন যৌক্তিক ব্যাখ্যা প্রতিবাদে ছিল না। এছাড়া প্রশ্নপত্র পাঠানোর ক্ষেত্রেও সরকারি নিয়মনীতি মানা হয়নি। নিয়ম অনুযায়ী বিজি প্রেস থেকে ছাপানোর পর তা ট্রেজারিতে যায়। সেখান থেকে একজন ম্যাজিস্ট্রেট-এর নেতৃত্বে আইনশৃংখলা বাহিনীর সহযোগিতায় সংশ্লিষ্ট জেলা বা কেন্দ্রে পাঠানো হয়। কিন্তু গত ১৬ ফেব্রুয়ারি প্রণীত নতুন প্রশ্নপত্র জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকর্তাদের দ্বারা পাঠানো হয়। এনামুল করিমের সঙ্গে কথা বলতে চাইলে এ বিষয়ে তিনি কোন উত্তর দিতে পারেননি। তিনি বলেন, কর্তৃপক্ষ আমাদের যা জানায় আমরা শুধু সেটুকুই বলতে পারি, এর বেশি কিছু নয়।